Subject : Education

Course : CC-4 / GE-4 / CC-10

Topic : Cerebral Palsy
(সেরিব্রাল পালসি)

Note Down by MP

## ◆ সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy):

সেরিব্রাল পালসি হল এক ধরনের স্নায়বিক ভারসাম্যহীনতা। সেরিব্রাল পালসি শারীরিক অক্ষমতার অনুন্নয়ন বা অসম্পূর্ণতা, বিশেষত দৈহিক সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অক্ষমতা সৃষ্টি করে।

মস্তিষ্কের অপরিণতি থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অক্ষমতাজনিত কারণে যখন অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাকে সেরিব্রাল পালসি বলা হয়।

'Webster's New Universal Dictionary (1876) এর মতে, সেরিব্রাল পালসি হল, "Paralysis due to a lesion of the brain usually are sufferred at birth and characterised chiefly by sparms". অর্থাৎ সেরিব্রাল পালসি জন্মের সময় কোনোরূপ আঘাতজনিত কারণে বা জিনগত কারণে হয়।

## সেরিব্রাল পালসির শ্রেণিবিভাগ :

দেহের কোন অংশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে সেরিব্রাল পালসির শ্রেণিবিভাগ করা হয় —

1. **Spastic Hemiplagia :**

মূলত হাত ও পায়ের পেশি সংকোচনের আড়ষ্টতা এই সেরিব্রাল পালসিতে দেখা যায়।

2. **Spastic Diplegia :**

এক্ষেত্রে শরীরের নীচের অংশ মূলত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। হাঁটু অথবা পায়ে সাধারণত এই সমস্যা দেখা যায়।

3. **Spastic Quadriplegia :**

এক্ষেত্রে সমগ্র শরীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মানসিক প্রতিবন্ধকতাও দেখা যায়।

4. **Ataxic Cerebral Palsy :**

যে সকল শিশুদের পেশিগত সমস্যার বাইরেও হাঁটাচলায়, নড়াচড়ায়, ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা দেখা যায় তারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। লঘুমস্তিষ্কের সমস্যার কারণে সাধারণত হয়ে থাকে।

5. **Athetoid Cerebral Palsy :**

এই রোগে আক্রান্ত শিশু মাথা, হাত, ঘাড় প্রভৃতির পেশি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। এরা দাঁড়াতে বা বিভিন্ন বস্তু হাতে ধরতে অক্ষম হয়।

6. **Mixed cerebral Palsy :**

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি যদি একত্রে কোনো শিশুর মধ্যে দেখা যায় তখন সেটি হল Mixed cerebral Palsy.

## সেরিব্রাল পালসির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা যায় —

1. দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিকাশ, যেমন – হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, কথা বলা প্রভৃতি অন্যান্য শিশুদের তুলনায় দেরিতে হয়।
2. অস্বাভাবিকভাবে পেশি চালনা করে।
3. নড়াচড়ার দৃঢ়তা লক্ষণীয়।
4. খাওয়া, পোশাক পরায় সমস্যা হয়।
5. বসতে ও দাঁড়াতে সমস্যা হয়।
6. আক্রান্ত ব্যক্তি - দেহের অস্থিস্থলগুলিতে ব্যাথা অনুভব করে।
7. কোন বস্তু ধরা, তোলা বা রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।
8. বস্তুর দূরত্ব, আকার, আকৃতি প্রভৃতি বুঝতে ও অনুভব করতে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
9. শরীরের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।
10. শ্রবণ ও দৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়।
11. লেখা ও পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়।
12. কখনো কখনো শারীরিক সমস্যার সাথে সাথে মানসিক প্রতিবন্ধকতাও লক্ষ্য করা যায়।

## সেরিব্রাল পালসির কারণসমূহ :

**1. গর্ভাবস্থায় সংক্রমণ :**

জিনগত সমস্যা, সংক্রমণ বা শিশুর জন্মকালীন সমস্যা থেকেও সেরিব্রাল পালসি হতে পারে। গর্ভাবস্থায় চিকেনপক্স, রুবেলা, সাইটোমেগালো ভাইরাস, টক্সোপ্লাজমোসিস, হারপিস, জিকা ভাইরাস, জিকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস প্রভৃতি ~~সংক্রমণ~~ সংক্রমণ সেরিব্রাল পালসির অন্যতম কারণ।

**২. সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ :**

শিশু সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় তাহলে সদ্যজাত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। এই অনেক শিশুই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

**3. জন্মপরবর্তী সময়ে :**

(a) কঠিন অসুস্থতা, আঘাত বা ব্রেনে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে,
(b) অপুষ্টির কারণে মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণ গঠন,
(c) স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের গোলমাল প্রভৃতি।